মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationaboard.gov.bd

জমাকৃত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

স্মারক নং- ঢাশিবো/বি/এপিএ/অভি:/৮৮৭ তারিখ- ৩০/১২/২০২১

বিগত ০১/১২/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত ০২ টি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং উক্ত অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ-১:

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাঘিল কে, কে উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, টাঙ্গাইল।

অভিযোগকারীর নাম: মো: লোকমান হোসেন, মোবাইল- ০১৭২৪০৭০২৮৫, NID-৩৭২৩০৭৪৬৭৪।

প্রাপ্ত অভিযোগ: টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘিল কে,ক, উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার পদে কর্মরত ক্রমিক নং- ০৮, বর্ণিত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-মহোদয়ের স্মারক নং- ঢাশিবো/বি/৬/আএন্ডআ/৫২৮ তারিখ : ০৫/১০/২০২১খ্রি. মোতাবেক আপিল এন্ড আরবিট্রেশন বোর্ড কর্তৃক ১০/১০/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার শুনানীর প্রেক্ষিতে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে মহোদয় বরাবর একটি আবেদনপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র ও নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দাখিল করেন।

অতএব বিনীত প্রার্থনা, দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত বিষয়ের উপর নথিপত্র পর্যালোচনা করে সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার পদে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়ার পদটি পূর্নবহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় নিকট জোর সুপারিশ সহ বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। বোর্ডের ১০/১০/২০২১ তারিখে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্না মিয়া-কে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্তের

বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে। যা বোর্ডের ১০/১১/২০২১ তারিখের পত্র নং-ঢাশিবো/বি/৬/আএন্ডআ/৮১৬ এর মাধ্যেমে ইতিপূর্বে অবহিত করা হয়েছিল। উক্ত অভিযোগটি বোর্ডের ৩০/১২/২০২১ তারিখের ঢাশিবো/বি/৪/টাং/৮৬৪(ক) নং পত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ-২:

প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারী মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

অভিযোগকারীর নাম: কাজী সোয়েব উদ্দিন, অধ্যক্ষ, সরকারী মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

প্রাপ্ত অভিযোগ: ক। জেলা প্রশাসক, ঢাকা অত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পাওয়ার পরও সাবেক সভাপতির স্বাক্ষরে তিনি কয়েকটি চেকে টাকা উত্তোলন করেন। ২০১৯ সালের সর্বমোট ৮ মাস শিক্ষক কর্মচারীদের নিকট থেকে বেতনের ৮ ভাগের ১ ভাগকরে বেতন কর্তন করে স্টাফ কাউন্সিলের ফান্ড বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষ শিক্ষকদের ঋণ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতিয়মান উক্ত টাকা তিনি আত্নসাৎ করেছেন। ২০১৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় অনুর্ত্তীন ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেন। তা তদন্ত কমিটির প্রাপ্ত তদন্তে অর্থ আত্নসাতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

খ। উপ পরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা) ৩১/০৮/২০১৯ ইং তারিখে স্মারক নং-মাইশি/ঢাঅ/২১১/১৬৭৮ এর মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয়।

গ। দুর্নীতির কারনে জে.এস.সি, এস.এস.সি, এইচ.এস.সি মূল কেন্দ্র বাতিল করা হয়।

ঘ। কাজী সোয়েব উদ্দিন, অধ্যক্ষ হিসেবে থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে দুষ্ট চক্রের ছত্র ছায়ায় কাজী সোয়েব উদ্দিন কে প্রতিষ্ঠানের বাহিরে রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় করণ করার সময় মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে অধ্যক্ষ পদ শূন্য দেখান।

ঙ। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের টাকা চেকের মাধ্যমে পাশ করে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্টে রেখে আাত্নসাৎ করেন।

চ। প্রতিষ্ঠানের জাতীয় করনের জনবল কাঠামোতে শিক্ষক-কর্মচারী তালিকা প্রদানে যথাযথ নিয়ন অনুসরণ না করে অবৈধ ভাবে নিয়োগ প্রকৃয়া চালান।

গৃহীত ব্যবস্থা: উক্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটিকে প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ১৫(পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। যা অভিযোগকারীকে বোর্ডের ০৭/১২/২০২১ তারিখের পত্র নং- ১৩৭/ক/স্বী:/০৭/(অংশ-১)/২৯৭ এর মাধ্যেমে অবহিত করা হয়েছে।

প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল মনছুর ভূঞা
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিদর্শক
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়ন কমিটি
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।